জন্য শ্রীগোস্বামিপাদ বলিতেছেন—"উচ্যতে" অর্থাৎ এই বিরোধের সমাধান করা যাইতেছে। ভগবদুন্মুখ ও বহির্মুখভেদে জীব দুইপ্রকার। ঐ দুইপ্রকার জীবেরই ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকিলেও জাতিগত পার্থক্য নাই। এই অভিপ্রায়েই দুইপ্রকার জীবকেই জাতিসাম্যে একত্বদৃষ্টিতে একরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু কোনও সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা লাভে সৌভাগ্যবান জীবই গর্ভ-যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে একান্ত প্রপন্ন হয় এবং তাঁহাকে স্তব করে। সেই জীবই মায়াবন্ধন হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত জীবেরই জননী-জঠরে ভগবদ্বিষয়ক স্মৃতি হয় না বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে স্তবও করে না। নিরুক্তবাদীগণ এইরূপেই বলিয়া থাকেন। নবমমাসে গর্ভস্থ শিশুর সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, এইরূপ পাঠ করিয়া "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" অর্থাৎ আমি মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মিলাম এবং জন্মিয়া পুনর্ব্বার মরিতেছি—ইত্যাদি গর্ভস্থ জীবের ভাবনা পাঠের পর বলিয়াছেন—"অবাঙ্‌মুখঃ পীড্যামাণো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ। সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্॥ ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" অর্থাৎ জীব অধোমুখে গর্ভে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও পীড়িত হইয়া সাংখ্যযোগ অভ্যাস করে, অথবা পঞ্চবিংশ পুরুষকে অভ্যাস করে, তারপর দশমমাসে জন্মগ্রহণ করে। ইত্যাদি উক্তিতে 'পুরুষ বা' এই "বা" শব্দটি উল্লেখ থাকায় কোন কোনও জীবেরই যে জননীগর্ভে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝা যায়। অর্থাৎ সকলজীবের শ্রীহরি-স্মৃতি হয় না, ভক্তির সামর্থ্য কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই বর্ণিত হইয়াছেন। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যে—ভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত হইয়া তাঁহাকে স্তব করে যে জীব সাধুসঙ্গ অথবা সাধুকৃপা লাভে সৌভাগ্যবান্, আর যে জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায়, সে জীব সাধুসঙ্গ ও কৃপা লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবচ্চরণে বিমুখ। অতএব সেই জীব গর্ভ-যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে শরণ লয় না, স্তবও করে না—সেই জীব গর্ভেও ভগবদ্বহির্মুখ ছিল এবং জন্মের পরও ভগবদ্বহির্মুখ থাকে। এই দুইপ্রকার জীবের জাতিগত সাম্য আছে বলিয়া দুই জীবের অবস্থা অভেদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। ইহা কিরূপে আমরা স্বীকার করিতে পারি এবং এবিষয়ে প্রমাণই বা কি আছে? উত্তরে বলিতেছেন—পরস্পরের ভেদ থাকা সত্ত্বেও দুইকে একের মত বর্ণন করা অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন তৃতীয়স্কন্ধে পাদকল্প সৃষ্টিবর্ণন-প্রসঙ্গে ও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থানে শ্রীধরস্বামীকৃত